উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২৭ আষাঢ় ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ৫৫ সংখ্যা

অমানবিক

রাজধানী দিল্লির এক অমানবিক ঘটনা ফের সামনে এল। বিদ্যালয়ের ফি না মেটানোর অপরাধে (!) ষোলোটি শিশুকন্যাকে কর্তৃপক্ষ বেসমেন্টে আটকে রাখল। গরমে গোটা রাজধানী যখন হাঁসফাঁস করছে, তখন এই শিশুদের বদ্ধ বেসমেন্টে শুধু আটকে রাখাই নয়, তাদের জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় স্তম্ভিত মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে রিপোর্ট তলব করেছেন। বেআইনিভাবে শিশুদের আটকে রাখার অভিযোগে পুলিশ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কিন্ডারগার্টেনে পড়া এই শিশুকন্যাদের অভিভাবকদের অভিযোগ, গত সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা অবধি টানা পাঁচ ঘণ্টা তাদের ওখানে আটকে রাখা হয়। যা অমানবিক বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা। জনৈক অভিভাবকের দাবি, বিদ্যালয়ের ফি মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কন্যাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। যা জানার পরও বিদ্যালয় প্রধান এতটুকু অনুতপ্ত নন। অন্য অভিভাবকদের অভিযোগ, যদি ফি বাকিও থাকে, তার জন্য দুধের শিশুদের এইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ? বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষিকা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বেসমেন্টে শিশুরা খেলাধুলা করে। তাদের সঙ্গে দুজন শিক্ষকও দেখাশোনার জন্য ছিলেন। সাধারণত শিশুরা ওখানে মেঝেতে বসে। এইদিন পাখাগুলি মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাঁর এইসব কথা মানতে নারাজ অভিভাবকরা। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এই ঘটনায় রাজধানীর শিক্ষামহলেও আলোড়ন উঠেছে। প্রধান শিক্ষিকা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করলেও বেসমেন্টে যে সেদিন পাখার ব্যবস্থা ছিল না, তা স্বীকার করেছেন। প্রচণ্ড গরমে পাখা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শিশুদের তাঁরা ওখানে পাঠালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বেসমেন্টে যদি শিশুদের খেলাধুলার জন্য পাঠানো হয়, দুজন শিক্ষক যদি তাদের দেখভালের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে পাখাবিহীন অবস্থায় গরমে কাহিল শিশুদের অবস্থা কি তাঁরা বুঝতে পারেননি? বিদ্যালয় ফেরত শিশুদের কাছ থেকে তাদের বেসমেন্টে আটকে রাখার খবর শুনেই অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখছে। শিশুদের ওপর অত্যাচার অবশ্য এই দেশে নতুন কিছু নয়। পড়া না পারলে, খাতা-বই না আনলে, সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বললে বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা রুষ্ট হয়ে কঠোর শাস্তি দেন। এমনকি বিদ্যালয় ছুটির পর শিশুকে আটকে রেখে চলে যাওয়ার নজিরও কম নেই। দিল্লির এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ, ফি না মেটানোর দায়ে তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। এই অভিযোগ সত্য হলে তা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এর জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কাকতালীয়ভাবে যখন একটি বিদ্যালয়ে শিশুকন্যাদের এইভাবে বেসমেন্টে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে, সেইদিন তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা দিল্লির সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে খুশি থাকার পাঠের সূচনা করেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি প্রায় আটলক্ষ পড়ুয়াকে এই খুশি থাকার পাঠ দেওয়া হবে। দিল্লির বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ফি-র রাশ টানতে সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ শিশোদিয়া আচমকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের রন্ধনশালা পরিদর্শন করে মিড-ডে মিল স্বাস্থ্যকরভাবে রান্না হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখেছেন। এইভাবে ষোলোটি শিশুকে ফি না দেওয়ার দায়ে আটক করে রাখার ঘটনায় প্রত্যাশিতভাবেই বিচলিত তাঁরা। এই ধরনের ঘটনা শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করে। শুধু শিক্ষালয় নয়, এই দেশ সহ সারা পৃথিবীতেই শিশুদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচারের ঘটনা শোনা যায়। যে শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সুরক্ষা, সুন্দরভাবে বড়ো হওয়ার নেপথ্যে পরিবার ছাড়া রাষ্ট্রের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ২০১২ সালে ৯৫০০ শিশু ও কিশোর খুন হয়েছিল, যা নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে ইউনিসেফ-ও। দেশে ৩৪ শতাংশ নাবালিকার বিয়ে হয়ে যায় বলেও উদ্বিগ্ন এই আন্তর্জাতিক সংস্থা। এছাড়া শিশু পাচার, তাদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ করে হত্যা ইত্যাদি তো হামেশাই হচ্ছে। দিল্লির বিদ্যালয়ের এই অমানবিক ঘটনাটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। আশা করা যায়, স্থানীয় পুলিশ ও রাজ্য সরকার এর যথাযথ অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করবে এবং ব্যবস্থা নেবে।

অমৃতধারা

এই বিশ্বের সর্বত্র কত না সৃজনের দ্বার। প্রতিটি বৃক্ষ, পশু, পাখি এক-একটি সৃজনের দ্বার। প্রতিটি পাতা নিখিল মানব উদ্যানে সৃজনের দ্বার ছাড়া বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক শিল্পী তাঁর শিল্পকলার দ্বার মাত্র। তাঁর সকল শিল্প সেই দ্বারপথে প্রকাশ পায়। সকল গুণাবলি, সকল সৌন্দর্য, সকল সত্য সেই এক উৎস থেকেই বিকশিত হয়।

ভালোবাসা এক অতি পবিত্র জিনিস। ভালোবাসা কখনও পুরাতন হয় না। সব সময়েই নতুন। ভালোবাসা স্বতঃউৎসারিত হয়। একে অভ্যাস করা যায় না। দুনিয়ায় এমন কোনো পন্থা নেই, যার অনুসরণে তোমার মধ্যে ভালোবাসা উদিত হয়। ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। সৌন্দর্যও তাই। সৌন্দর্য অভ্যাস করা যায় না। উপলব্ধিকে অভ্যাস করা যায় না। জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ জ্ঞানই জ্ঞানের শেষ। বেদান্তের অর্থই হচ্ছে জ্ঞানের শেষ কথা, সত্যের শেষ কথা। তারপরে আর কিছুই নেই। সৌন্দর্য এবং সত্যের বিষয়েও একই কথা বলা যায়। সত্যকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। হৃদয়ংগম করতে হয়, অনুভব করতে হয়।

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ, যত বড়োই হোক, যত সাধারণ হোক- কোনো না কোনো সময়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবে। এমন ধারণা হয় যে বিশ্বের যা কিছু ঘটছে, সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির বলে। অসহায় অবস্থার পরিণতি হতে পারে প্রার্থনার পথ।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

শব্দরঙ্গ ■ ২০৪৭

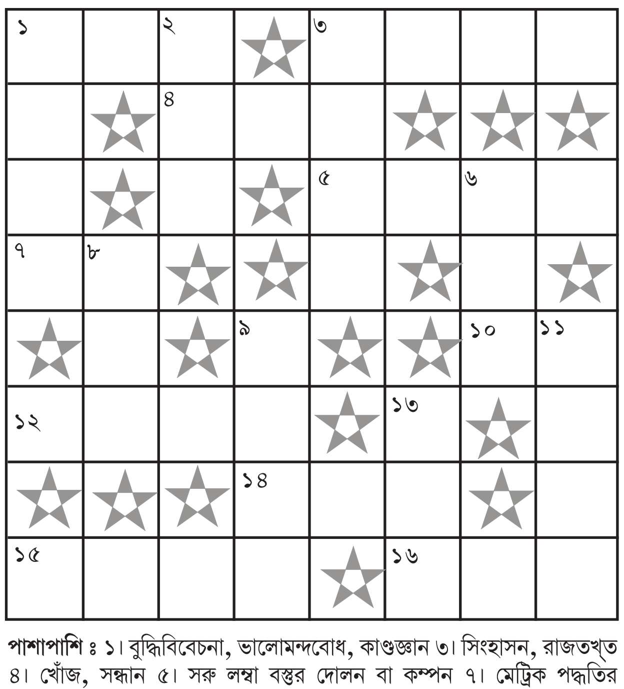

পাশাপাশি : ১। বুদ্ধিবিবেচনা, ভালোমন্দবোধ, কাণ্ডজ্ঞান ৩। সিংহাসন, রাজতখ্‌ত ৪। খোঁজ, সন্ধান ৫। সরু লম্বা বস্তুর দোলন বা কম্পন ৭। মেট্রিক পদ্ধতির ওজনবিশেষ ১০। খারিজ, রহিত ১২। বংশমর্যাদা, উঁচু বংশ ১৪। কোয়েল জাতীয় সুকণ্ঠ পাখিবিশেষ ১৫। শুক্রগ্রহ ১৬। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম।

উপর-নীচ : ১। বাদামজাতীয় ফল ও তার গাছবিশেষ ২। অতি অল্প সময়, ক্ষণমাত্র ৩। খুব মিহি বস্ত্রবিশেষ ৬। তরল পদার্থের পরিমাণবিশেষ ৮। স্বর্গের কল্পিত উদ্যান, ছেলে ৯। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা, অব্যবহৃত ১১। স্বপক্ষীয় লোকজন ১৩। যতিচিহ্নবিশেষ।

সমাধান ■ ২০৪৬

পাশাপাশি : ২। সহজিয়া ৫। নন্দন ৬। হাতসাফাই ৮। তট ৯। কান ১১। বেকারভাতা ১৩। কার্তিক ১৪। মজাদার।

উপর-নীচ : ১। বানজারা ২। সন ৩। জিরাত ৪। হাউই ৬। হাট ৭। সাকিন ৮। তসর ৯। কাতা ১০। মধুকর ১১। বেহাগ ১২। ভাতিজা ১৩। কার।

শিক্ষায় সংস্কারের পদক্ষেপে প্রতিবাদ ওঠে কেন ?

শিক্ষা সম্পর্কে দেশের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিন্নতা নেই। আবার শিক্ষার আলো সবাই সমানভাবে পাচ্ছেও না। ফলে দেশে নানা ক্ষোভ-বিক্ষোভ গড়ে উঠছে, লিখেছেন **দেবাংশু দাশগুপ্ত।**

শিক্ষা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী আর দেশের জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি যে এক বা অভিন্ন হতে পারে না, এ সত্য অনস্বীকার্য। শাসকশ্রেণি হাড়ে হাড়ে জানে, শিক্ষা চেতনার জন্ম দেয়। শিক্ষা চরিত্র গঠনে, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়সংকল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এখানেই শাসকগোষ্ঠীর ভয়। যেহেতু তাদের শাসন প্রায়শই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের ওপর নির্ভরশীল এবং তারা (শাসকশ্রেণি) চায় কোনোরকম বাধা ও বিরোধিতা ছাড়াই তাদের শাসনকে অব্যাহত রাখতে, তাই সবসময়ই চেষ্টা করে দেশের মানুষকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

এই সত্য দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি যে, শাসকেরা প্রথমত চায় দেশের মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাক। আর তা যদি পুরোপুরি সম্ভব না হয়, তাহলে এমন শিক্ষা দিতে চায় যাতে লোকসাধারণে চরিত্র, যুক্তিবিচার, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি গুণগুলি ধুয়েমুছে ফেলা যায়। শুধুমাত্র সেটুকু শিক্ষাই শাসকগোষ্ঠী দেশের মানুষকে দিতে চায় যাতে তারা প্রচলিত ব্যবস্থার নানা কলকবজা চালাবার কারিগর হয়ে উঠতে পারে।

এভাবেই ব্যক্তির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মূল উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সমাজে ব্রিটিশ শাসকেরা ঔপনিবেশিক ভারতে 'আধুনিক শিক্ষা' প্রবর্তন করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল মূলত তাদের শাসন ও প্রশাসন মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য 'নেটিভ'দের সহায়তায় তাদের মধ্য থেকে একদল পেশাদার মানুষ তৈরি করা।

স্বদেশি শাসকেরা ক্ষমতায় এসে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে একথাই প্রচার করে এসেছে যে, নিজের জন্য একটা ভদ্রগোছের কেরিয়ার তৈরির জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। অথবা ভারতের মতো একটি গরিব দেশে, যেখানে সম্পদ সীমাবদ্ধ সেখানে যে বেশি যোগ্য তার জন্যই ভালো উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় এটাই প্রমাণ হয়েছে যে, জনসাধারণ শিক্ষা চায় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে- যা একটা বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত। শুধু কিছু তথ্য বা ঘটনা জানা অথবা শুধুমাত্র একটা জীবিকা তৈরির জন্য শিক্ষা তারা চায় না। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে তারা জানতে পেরেছে যে, সমাজের সেরা সন্তানেরা শিক্ষার সাহায্যেই নিজেদের শানিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। এর অর্থ হল, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষেরই একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনবোধ ও একটা চারিত্রিক ভিত্তি অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা তাকে সঠিক পথে জীবনসংগ্রাম পরিচালনা করতে, আর জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও শক্তি জোগাবে। পাশাপাশি একটা যুক্তিবাদী মনন ও বিচারবোধসম্পন্ন সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতেও তাকে সাহায্য করবে। সর্বোপরি, কোনো মানুষ একবার যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে সমাজ তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও শিক্ষার স্বার্থে সংগ্রাম করার অধিকার ও দায়িত্ববোধ একইসঙ্গে জন্ম নেবে।

ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মূলত তাদের শাসনের সুবিধার জন্যই ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু সেই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে হাতেগোনা কিছু মানুষ, যাঁরা পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁরা এদেশের বুকে প্রথম নবজাগরণের (রেনেসাঁ) চিন্তাধারা নিয়ে এসেছিলেন। ওই শিক্ষাই তাঁদের জাতিসত্তাকে চিনতে ও জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হতে শিখিয়েছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই ওই মনীষীদের গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। এইভাবে উদ্‌বুদ্ধ ভারতীয় মনীষীরা স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁদের জীবন-জীবিকা সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা দেশকে ভবিষ্যতে একটি আধুনিক স্বাধীন দেশ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, লালা লাজপত রায়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের মতো আধুনিক ভারতের মহান মানুষজনই দৃষ্টান্ত। শিক্ষায় তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের একজন বড়ো পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, ছাত্রদের পাঠক্রমে আধুনিক বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের পাঠ চালু করতে ব্রিটিশ আমলাদের অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে জাতির প্রথম প্রয়োজন এবং সরকারকে অবশ্যই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।' অগ্রগণ্য জ্যোতিষ্করা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং দেশের আপামর সাধারণ মানুষ স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সযত্নে তাঁদের অন্তরে লালনপালন করতেন। তাঁরা সকলে এই আশাই পোষণ করতেন যে, স্বাধীন ভারত নারী সহ সকল দেশবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, শিক্ষায় আর্থিক দায়িত্ব, পরিকাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে শিক্ষার উন্নয়নে সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রই বহন করবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতে, ভারতের মতো একটি দেশে এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক উর্বর পীঠস্থান হিসাবে ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত এই দেশেই সুদূর অতীতে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল বহু গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্র। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ও বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ভারতের মহান রূপকাররা সকলের জন্য অবৈতনিক ও উন্নত গুণমানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নও অন্তরে পোষণ করবেন। এ প্রসঙ্গে লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, 'সরকারকেই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষাই হবে সরকারি কোশাগারের প্রথম দায়িত্ব। বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এবং বেসরকারি অর্থে জাতীয় শিক্ষাদানের যেকোনো প্রচেষ্টার অর্থ হল, অবাস্তবকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। ... কেবলমাত্র বুনিয়াদি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েই সরকার দায়িত্ব নেবে সেসব দিন চলে গিয়েছে। সমস্ত বিশ্বে এটাই স্বীকৃত যে, বুনিয়াদি শিক্ষাতেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সরকার উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষায় নানা ধরনের সংস্কার তাঁদের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কারণ বাস্তবে সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজই করে গিয়েছে। সমস্ত সংস্কার কর্মসূচির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল খুবই স্বাভাবিক ও সংগত। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্ষোভের আগুনকে স্তিমিত করতে শাসকদেরও নানা সময় নানা নতুন নতুন বাক্যজাল ও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, এগুলি সবই ছিল শিক্ষাকে সংকুচিত করা আর শিক্ষায় বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একই মৌলিক পরিকল্পনার অংশ। ফলে শিক্ষার ওপর আক্রমণ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছে, বিশেষ করে বিগত তিন দশকের কাছাকাছি সময়ে এই আক্রমণের পরিধি আরও বেড়েছে। এই মুহূর্তে তা তীব্র রূপ নিয়েছে। স্বভাবতই প্রতিবাদ উঠেছে। প্রাথমিক অবস্থায় যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ক্রমশ তা এক নতুন চেহারায়, নতুন মাত্রায় দেশব্যাপী এক সংগঠিত আন্দোলনের রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সংগঠনও জন্ম নিয়েছে। সংগঠন জন্ম নেওয়ার পিছনে এই উপলব্ধিই কাজ করেছে যে, তথাকথিত যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হাজির করা হচ্ছে, এগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারবিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। কেন প্রতিবাদ? কারণ এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা যা সাধারণ মানুষের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে।

> শিক্ষায় যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, এগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারবিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা যা সাধারণের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কুলিক পক্ষীনিবাসে পাখির সংখ্যা বাড়ছে

পৃথিবী থেকে পাখিরা যখন হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে প্রতিবছর পাখির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কুলিক পক্ষীনিবাসে আগত পাখির হিসাব এইরূপ : ২০১২-৬০ হাজার, ২০১৩-৬৫ হাজার, ২০১৪-৬৮ হাজার, ২০১৫-৮৪ হাজার, ২০১৬- ৯১ হাজার এবং ২০১৭-৯৬ হাজার। (বন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য)।

এবছর পাখির সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওবোন ঝিলমিল, নাইট হেরন, ইগ্রেট, করমো ন্যান্ট ইত্যাদি পরিযায়ী পাখি জুন থেকে এখানে ভিড় জমায়, নভেম্বরের অনেকটা সময় পর্যন্তই তারা এখানে থাকে। কুলিকের তীরে পাখির ভিড়ে সরগরম এখন এশিয়ার এই দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস।

উত্তর দিনাজপুরের মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর কাছে একজন শিক্ষিকা হিসেবে আমার আবেদন, রায়গঞ্জের প্রতিটি বিদ্যালয়ের অন্তত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা যাতে এখানে প্রকৃতি ও পক্ষী পর্যবেক্ষণে আসে, সেই মর্মে তিনি বিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করুন।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে এটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে আমি মনে করি। প্রকৃতি থেকে ডোডো পাখি হারিয়ে গেছে মানুষের লোভে । আর কোনো পাখি যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ভবিষ্যতের 'সালিম আলি'রা যাতে অনেক বেশি সংখ্যায় কুলিক পক্ষীনিবাসে আসে, সে ব্যাপারে রায়গঞ্জের বিদ্যালয়গুলি উদ্যোগ নিক।

সামিম আখতার বানু
সোনাবাড়ি, মিরুয়াল, রায়গঞ্জ।

পার্থেনিয়াম সমস্যা

পার্থেনিয়াম গাছে, 'পার্থেনিন' নামক এক ধরনের যৌগ মিশে থাকে যা অত্যন্ত বিষাক্ত। অতি দ্রুত বংশবিস্তার করে এই গাছ। পৃথিবীর চূড়ান্ত ক্ষতিকর কয়েকটি গাছের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে এই পার্থেনিয়াম। বাতাসে ফুলের রেণু মিশে ফুসফুসে প্রবেশ করলে অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে পারে। এছাড়াও পার্থেনিয়ামের পাতা থেকে প্রাণীদেহে চর্মরোগ ও চুলকানি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বর্তমানে রাজ্য সরকার 'মিশন নির্মল বাংলা'য় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বার্তা প্রচার করছে। কিন্তু পার্থেনিয়াম নির্মূলকরণের ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চবাচ্য চোখে পড়ছে না। গাজোল থেকে বুনিয়াদপুর যাওয়ার পথে দুধারে সতেজ পার্থেনিয়াম লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে। অতি সত্বর কেটে সাফ না করলে পার্থেনিয়ামের ঝোপজঙ্গলে পরিণত হবে গোটা এলাকা। প্রশাসন দেখুন।

পঙ্কজ সরকার, শিক্ষক
বুনিয়াদপুর হাইস্কুল (উ.মা)।

পুরীর মন্দিরে

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সব ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকারই কাম্য ছিল। ঈশ্বরের কাছে সবার যাওয়ার অধিকার রয়েছে। জগন্নাথ দর্শনে অভিলাষীরা সবাই মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেলে ভালো লাগত। কিন্তু মন্দিরে কেবল হিন্দুরাই নাকি ঢুকতে পারবে। এই সংবাদ জেনে দুঃখ পেলাম।

শান্তু মজুমদার
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

সার্কিট বেঞ্চ

দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ চালু হতে চলেছে। সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা স্বাগত। সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে জলপাইগুড়ি হতাশ হয়ে পড়েছিল। সেই হতাশা কাটবে আশা করি।

অমিতা নাগ
কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

যত্রতত্র জুয়ার আড্ডা

সমাজে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে নবীন প্রবীণদের তাসের আড্ডা। প্রথমত, ব্যাপারটা খেলার ছলেই থাকে। পরবর্তীতে রূপ নেয় জুয়ার। জিতলে চলে মদের ফোয়ারা আর হার হলে শুরু হয় ঝগড়া ও হাতাহাতি। এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি যেন। দেখতে দেখতে অনেকেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এ খেলায়। এ এক ভয়ংকর নেশা। এ নেশা ছেড়ে বেরিয়ে সময়কে যথাযথ রূপে ব্যবহার করতে পারলে,সৎসঙ্গ করলে, সৎ চিন্তার উদয় হবে। সুস্থ মানসিকতা ফিরে আসবে।

বলিষ্ঠ মানসিকতা গড়তে নবীনদের চাই প্রবীণদের সহযোগিতা। সেখানে থাকবে স্নেহ, প্রেম। নবীন প্রবীণ একাত্ম হয়ে সুস্থ উন্নত সমাজ গড়ে তোলায় জুয়া প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে।

মধুমিতা পোদ্দার
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

এ বিভাগে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।

এক বৃদ্ধার আর্জি

রোগে ভোগে আক্রান্ত মানুষের কাছে চিকিৎসকরা হলেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। আমি একজন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। আমার বাবাও ছিলেন একজন সুচিকিৎসক। আজ চিকিৎসা মহার্ঘ। ওষুধ পত্রের দাম ঊর্ধ্বগামী, ল্যাব-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। চিকিৎসকের ফি-ও দিনদিন বাড়ছে। আমরা রোগীরা অসহায়।

বৃদ্ধ বয়সে আমরা অবসরকালীন ভাতার ওপর নির্ভরশীল। এ বয়সে রোগে ধরলে সেই অসহায়তা আরও বেড়ে যায়। এই অসহায়তার কথা ভেবে সমাজ ও শাসককুল আরও একটু মানবিক হতে পারে না ? চিকিৎসকরাও? বিত্তের চর্চা কমিয়ে চিত্তের চর্চা বাড়ুক।

ধীরা সেনগুপ্ত
মোহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি।

লিফট পরিসেবা বিকল হওয়ায় দুর্ভোগ

জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ড ফান্ড অর্গানাইজেশনের নিজস্ব ভবন উদ্‌বোধনের সময়কাল থেকেই গ্রাহক, কর্মচারী সহ বিকলাঙ্গদের সুবিধার্থে লিফট পরিসেবা যুক্ত হয়েছিল। কিছুদিন চলার পর তা বিকল হয়ে যায়। দু-একবার মেরামত করা হলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ বছর আর পরিসেবাতে আসেনি। অথচ এর জন্য নিযুক্ত হয়েছিল দুজন লিফটচালক এবং ব্যয় হয়েছিল মোটা অঙ্কের অর্থ। বর্তমানে কার্যালয়ে অভিযোগ জানাতে অথবা সমস্যার সমাধানে প্রবীণ গ্রাহকরা লিফট না থাকাতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করে সঙ্গে আনছেন সাহায্যকারীদের। তাদের সাহায্য নিয়েই সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতল/ত্রিতলে উঠতে এবং নীচে নামতে হচ্ছে। এরফলে বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক ও কর্মচারীরা কষ্টের শিকার হচ্ছেন। উল্লেখ্য, কার্যালয়ের সিংহভাগ সদস্য/সদস্যা হচ্ছেন চা শ্রমিক ও কর্মচারী এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

জলপাইগুড়ি থেকে ১১৭ কিমি দূরত্বে অবস্থিত বিন্নাগুড়ি চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত মহিলা শ্রমিক বাসন্তী ওঁরাও (৬২) তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা দুজন সহযোগীর সাহায্যে সিঁড়ি ভেঙে নামছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজ নিতে এসেছিলেন। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠা ও নামা খুবই কষ্টদায়ক।

জলপাইগুড়ি পিএফ অফিস

আমার প্রশ্ন, এদের সমস্যা নিয়ে পিএফ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কি ভাবার সময় আছে? কেন লিফট পরিসেবা চালু করা হল না ? লিফটচালকদের বর্তমান স্ট্যাটাস কী? জলপাইগুড়ি পিএফ কর্তৃপক্ষ কি মনে করে এই কার্যালয়ে লিফট পরিসেবা বিলাসিতা? লিফট পরিসেবার পরিবর্তে এখন সেখানে বিজ্ঞাপন বোর্ড ঝুলছে।

সুভাষচন্দ্র বসু
স্টেশন কলোনি, বেলাকোবা।

সোনা পাচার

সোনা পাচারের নতুন রুটের সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা। ইন্দো-মায়ানমারের পর ইন্দো-ভুটান সীমান্ত হল সেই নতুন রুট। শিলিগুড়িতে (ফাঁসিদেওয়া এলাকায়) সম্প্রতি দশ কেজি সোনা সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতারের পর এহেন নানা তথ্য গোয়েন্দাদের সামনে এসেছে। পাচারে নারী ও শিশুরাই প্রধান পণ্য ধরা হত। সেই তালিকায় সোনাও গুরুত্বপূর্ণ হল। শিলিগুড়ি কি ধীরে ধীরে পাচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠছে ? গোয়েন্দাদের আরও কড়া নজরদারি কাম্য।

প্রতিভা সেনগুপ্ত
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বইপাড়া

জীবন্তমূর্তি

কবি দিলীপ তলয়ার কবিতায় তাঁর নিজস্ব স্বর রেখে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন বললাম এই জন্যে যে সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কবিতার পাশাপাশি তাঁকে আমরা পাই ছোটোগল্পেও। গল্পেও তিনি একটু ব্যতিক্রমী। আলোচ্য 'জীবন্তমূর্তি অথবা জবাকুসুম' তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মোট আঠাশটি গল্প রয়েছে এই গন্থে। তারই একটি 'লালপাতা'। সামনের ফ্ল্যাটে কেউ ভাড়া এসেছে। জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে একটি লাল চুড়িদার পরা বউ। তাঁর সোনালি পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। সোনালি পায়ের পাতার রং লাল। লাল রংয়ের পা এদিকে ওদিকে চলাফেরা করছে। দেখতে দেখতে অতনুর ভাবনায় চলে আসে প্রতিমা, তাঁর স্ত্রী। প্রতিমার পায়ে এমন লাল রংয়ের কোনো শাড়ি বা সালোয়ার ভেসে থাকলে কেমন হত ! কোনোদিন সে এমন রংয়ের পোশাক পরেনি। এই ভাবনা থেকেই গল্প। 'বৃষ্টিধারা' গল্পটি এরকম-তুমুল বৃষ্টিতে ভিজেছে অদ্রিজা। বৃষ্টি হলেই সে ভেজে। এবার কিন্তু জ্বর হয়ে গেল। তিমির তার মাথার কাছে বসে থাকে। রাত বাড়তে থাকে, জ্বরও। এ কেমন বৃষ্টিসুখ ! জ্বর বাড়তে থাকলে বেড়ে যায় দুশ্চিন্তাও । তখন কী কী ঘটে ? এক রাতের গল্প বৃষ্টিধারা। অন্য একটি গল্প 'জীবন্তমূর্তি অথবা জবাকুসুম'। এ গল্প ভারী অদ্ভুত। জীবন্তমূর্তি হয় বিষ্ণু। বর্ধমান গেলে জন খাটার কাজ পেত। যায়নি বিষ্ণু। কেননা সে তো শিল্পী। নতুন বউ জবা চেয়েছিল বর্ধমান যেতে। কিন্তু বিষ্ণু যে শিল্পী। সে জীবন্তমূর্তি হবার ট্রেনিং নিতে থাকে নিজের মতো করে। তার সঙ্গে জবার পরিচয়ও তো হয়েছিল এই মূর্তি সাজার কারণে। কাক সেজেছিল সে। কাকের চোখ দিয়ে প্রথম দেখেছিল জবাকে। এবার সে পুজোয় বড়ো ডাক পাবার আশা করছে। কিন্তু ক্লাব কর্তারা বলছেন জীবন্তমূর্তি সাজা অমানবিক। শিল্পী বিষ্ণু অবাক হয়ে শোনে তার কাজটা নাকি অমানবিক। তবে সে তো সব পারে, যে কোনো কিছুর জীবন্তমূর্তি হতে তার জুড়ি নেই। জবাকেও সে বলে তৈরি হতে, চর্চা করতে। দুজনে মূর্তি হলে টাকা বাড়বে। সে টাকায় কি সারাবছর চলবে ? অদ্ভুত গল্প লিখেছেন দিলীপ তলয়ার। তাঁর গল্প বলা পাঠককে এক অজানা স্বাদ দেবে। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন রাজদীপ পুরী। বাঁধাই ইত্যাদি ভালো।

জীবন্তমূর্তি
অথবা
জবাকুসুম
দিলীপ তলয়ার

জীবন্তমূর্তি অথবা জবাকুসুম/দিলীপ তলয়ার
শহরতলি, মালদা। মূল্য : ৭০.০০ টাকা।

ডুয়ার্স বন্দনা

'স্বচ্ছতার ঘ্রাণহারা নিঃসঙ্গ পৃথিবীর/আজ তোমাকে বড় মনে পড়েছে...'। ডুয়ার্সকে বন্দনায় কবি অম্বরীশ ঘোষ এভাবেই শুরু করেছেন। লিখেছেন- 'কালো ক্যানভাস - তার ছেঁড়া গিটারের/সীমানায় সীমাহীন ধূসরের সমারোহে/ডুকরে কেঁদে ওঠা বিষাক্ত পৃথিবীটা/তোমার আলিঙ্গনে সিক্ত হতে চায়...।' কবির সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'চলমান ক্যানভাস'-এ ডুয়ার্সের ছবি আঁকা হয়েছে চমৎকার। ডুয়ার্সকে কবি ভালোবাসেন। তিনি বলেন, 'তোমার সবুজ জালে ধরা দিলাম/এই নীলিমায় হারিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে।' রাতের ডুয়ার্সে তিনি দেখেন- একলাই জেগে আছে চাঁদ। যোগী অরণ্য আর শান্ত নদীগুলোর প্রেমের বর্ণাপ্লুত ইতিহাস লিখবে বলে। তরুণ কবি অম্বরীশের উচ্চারণ গভীর এবং চলমান ক্যানভাসে তাঁর আঁকা ছবিগুলিও অনুভূতির সতেজ স্পর্শে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর আঁকা ছবির কয়েকটিতে চোখ রাখা যাক- ১. খাদের অনেক গভীরে মেয়েটির বুনোফুল হয়ে ওঠা, ২. কখনও কখনও স্রোত খুঁটিয়ে খেতে চায় রিক্ত যৌবন, ৩. যন্ত্রণার সমাহার পার হব বলে আজ বসন্ত, ৪. তোমার এক চোখে চিকন চাঁদের বাড়াবাড়ি/অন্য চোখে তবু একমুঠো মরুভূমি, ৫. চাঁদবেলা, ৬. পোষাকি হাসির ভেতর যত্নে কান্না সাজিয়ে রাখা, ৭. বিশ্বধমনীকে পেঁচিয়েছে সভ্যতা সরীসৃপ, ৮. পাতাঝরা নগ্ন বৃক্ষ, ৯. নীল ওড়না ইচ্ছেডানা, ১০. কুয়াশার ক্যানভাসে ওড়ে শঙ্খচিল/রঙিন হবার নেশায়। অনিবার্য কিছু দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও অম্বরীশের কবিতা সম্ভাবনাপূর্ণ, অধিক আলোচনার দাবি রাখে। কবিতায় তাঁকে দেখি উত্তর খুঁজছেন- 'মানবিকতা! তুমি কি সৃজনসুর ভুলেই গেলে ?/স্নিগ্ধ শামিয়ানায় গা বিছিয়ে/সিক্ত চোখে আজ রক্ত।/তবুও ক্লান্ত শ্রাবণের নির্মেঘ সন্ধ্যায়/চাতক হয়ে তুমি অমৃতধারা চেয়ে যেয়ো...।' 'চলমান ক্যানভাস' মুদ্রণ পরিপাট্য ও প্রচ্ছদ সৌন্দর্যেও নজর কাড়বে।

চলমান ক্যানভাস/অম্বরীশ ঘোষ
দি সী বুক এজেন্সি, কল-৭। মূল্য : ৮০.০০ টাকা।